CINEMA
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

SPORTS
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

জনপ্রিয়তা পেতে টপলেস ফোটো

চারের পাতায়

মদ্যপ হয়েই কামব্যাক পূজা ভাটের

দু'য়ের পাতায়

আমিই লিখেছিলাম 'জয় হো'

পাঁচের পাতায়

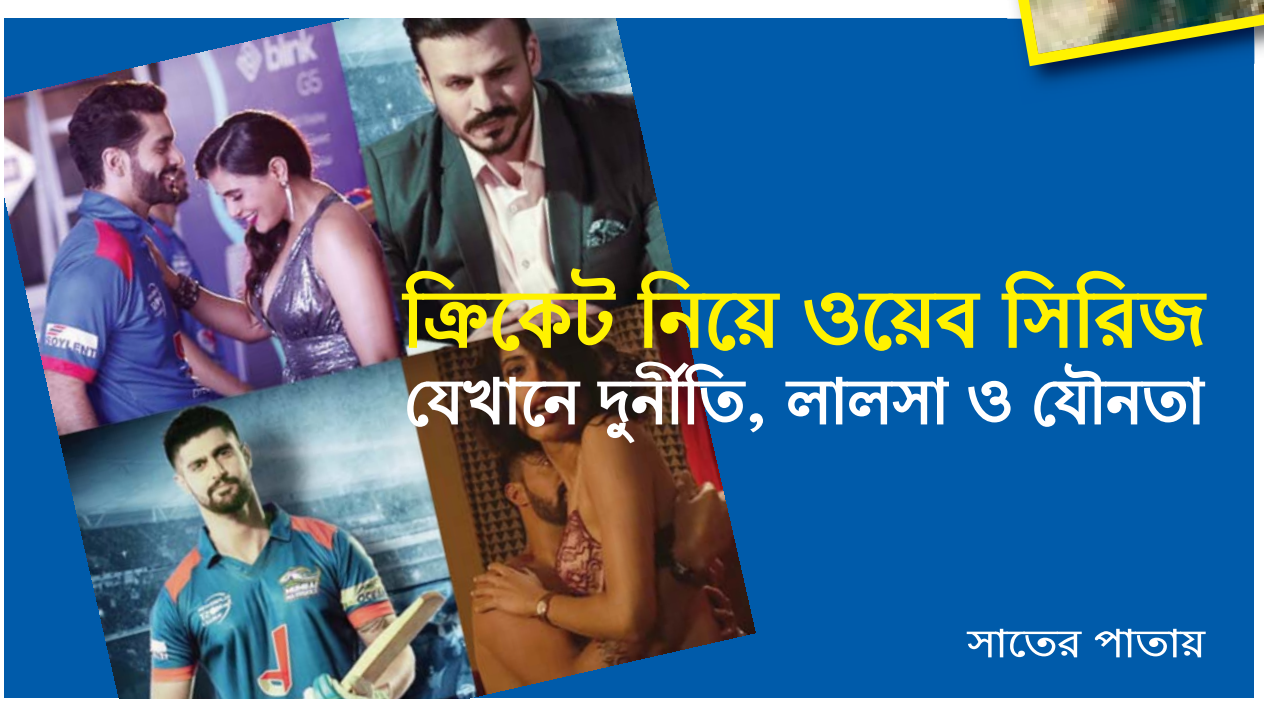

ক্রিকেট নিয়ে ওয়েব সিরিজ

যেখানে দুর্নীতি, লালসা ও যৌনতা

সাতের পাতায়

কোচই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি

আটের পাতায়

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

বাংলাদেশ যাচ্ছেন ফেলু(পরম)দা

ছিলেন তোপসে, হয়ে গেলেন ফেলুদা! না, হযবরল নয়। আসল ব্যাপারটা হল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। হ্যাঁ, এবার ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন পরম। সত্যি! কিন্তু, সন্দীপ রায়ের সিনেমায় নয়। মানে, এই ফেলুদা ঠিক খাস কলকাত্তাইয়া নন। তিনি পদ্মাপাড়ের! সব গুলিয়ে যাচ্ছে তো? খুলে বললে, এবার বাংলাদেশেও ফেলু মিত্তিরকে নিয়ে তৈরি হবে টেলিসিরিজ। আর সেখানেই পরমব্রতকে দেখতে পাওয়া যাবে ফেলুদার চরিত্রে। তবে এই প্রথম বিশপ লেফ্রয় রোডের রায় পরিবারের বাইরের কেউ ফেলুদার কাহিনি পর্দায় আনছেন। সন্দীপ রায়ের অনুমতি নিয়ে ফেলুদার সবকটি গল্প নিয়ে ওপার বাংলায় টেলিসিরিজ তৈরি করছেন শাহরিয়ার শাকিল। নাম দিয়েছেন 'বাংলাদেশে ফেলুদা'। ক্যান্ডি প্রোডাকসন্স লিমিটেডের তরফে সিরিজটি প্রযোজনা করছেন জিয়াউদ্দিন আদিল ও শাহরিয়ার শাকিল। ক্রিয়েটিভ হেড গাউসুল আলম সাওন। চিত্রনাট্য পদ্মণাভ দাশগুপ্ত ও গাউসুল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শশী কাপুর, সব্যসাচী চক্রবর্তী আর আবির চট্টোপাধ্যায়ের পর পরমব্রত পঞ্চম অভিনেতা হিসাবে ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। পরমব্রত জানালেন, 'আমি এই সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত। ফেলুদা যে কোনও বাঙালির কাছেই স্বপ্নের চরিত্র।' হিন্দিতে ফেলুদাকে নিয়ে কাজ হয়েছে। সত্যজিৎ রায় জীবিত থাকাকালীন বিভাস চক্রবর্তী বাংলায় ফেলুদার গল্প নিয়ে টেলিসিরিজ তৈরি করেছিলেন। তারপর যা কাজ হয়েছে, সবকটারই পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়। এবং ফেলুদা'র কপিরাইটও কাউকে বিক্রি করেননি তিনি। এ নিয়ে অনেকে তাঁকে ব্যঙ্গও করেন। তবে পরে তিনি জানিয়েছিলেন বাংলায় ফেলুদার স্বত্ব তিনি বেচবেন না। কিন্তু এবার সে কথা তিনি ভাঙলেন।

শাহরিয়ার জানালেন 'পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে আমরা ফেলুদার অফার দিয়েছিলাম। তিনি সানন্দে রাজি হয়েছেন। 'শেয়াল দেবতা রহস্য' আর 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' এই দুটি গল্প নিয়ে শ্যুটিং শুরু হচ্ছে।' পদ্মাপাড়ের মানুষ টিভির পর্দায় ফেলু মিত্তির, তোপসে ও জটায়ুর কাণ্ডকারখানা দেখতে পেলেও নিরাশ হতে হবে এপার বাংলাকে। কারণ এটি বাংলাদেশের নিজস্ব টেলিভিশন সিরিজ। তবে ইন্টারনেটের যুগে একেবারে বঞ্চিত হওয়ার আশা নেই। ইউটিউবে পাওয়া যেতেই পারে 'বাংলাদেশে ফেলুদা'।

মদ্যপ হয়েই কামব্যাক পূজা ভাটের

হ্যাঁ, তিনি নেশা করতেন। তিনি মদ্যপ ছিলেন। প্রকাশ্যে সে-কথা স্বীকার করতেও পিছপা হননি তিনি। তবে সেই সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন যে এখন জীবনের সেই অন্ধকার দিকটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি পূজা ভাট। সোজাসাপটা কথা বলতেও কোনওদিন আটকাননি তিনি। এককালে বলিউড সেনসেশন ছিলেন। এখনও বলিপাড়ায় তাঁর মতো সুন্দরী কমই আছেন। পরিচালনায় হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু মদ্যপ চরিত্র তাঁর পিছন ছাড়েনি তা ফের প্রমাণ হল। এত ভণিতার অর্থ হল ফের পর্দায় ফিরছেন পূজা। এবং ফিরছেন একজন মদ্যপ হয়েই। তবে যে-সে মদ্যপ নন। আগামী ছবিতে তিনি একজন গোয়েন্দা। হ্যাঁ, মহিলা-গোয়েন্দা-মদ এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে অনুঘটক হিসাবে থাকছে আমাদের প্রাণের শহর কলকাতাও।

অভীক বড়ুয়ার প্রথম উপন্যাস 'সিটি অব ডেথ' পড়ার সময় থেকেই এই গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে যেন নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। ঠিক করেন, এ-ছবি বড়পর্দায় এলে তিনিই হবেন উপন্যাসের মদ্যপ গোয়েন্দা। কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকার এক খুনের রহস্য সমাধান করার ভার পড়বে যাঁর উপর। এই রহস্য সমাধান করতে নেশা ও হতাশায় ভুগতে থাকা নিজের জীবনেও উত্তরণের পথ খুঁজে পাবেন ওই গোয়েন্দা। ছবিতে পূজার চরিত্রের নাম রীতা ব্রাউন। ছবিটি পরিচালনা করবেন তাঁরই বন্ধু কৌস্তভ নারায়ণ নিয়োগী।

৪৫ বছর বয়সি অভিনেত্রীর বক্তব্য, আরও দশটা বছর যদি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তাঁকেও মদ্যপান ছাড়তে হবে। ছবির চরিত্র রীতা যে চেষ্টা নিরন্তর করে যায়। রসিকতা করে পূজা জানিয়েছেন, অনেকে নাকি বলছেন, মদ্যপান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই, মদ্যপ গোয়েন্দার চরিত্র বেছে নিয়েছেন তিনি। যদিও ছবির অন্যান্য কাস্টিং এখনও বাকি।

নভেম্বরে দেবের 'ধূমকেতু'

ক'দিন আগেই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'ধূমকেতু'-র ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেবের বৃদ্ধবেশী ছবি দেখে অবাক গোটা পশ্চিমবঙ্গ। কেউ বলে না দিলে ছবি দেখে ওই বৃদ্ধকে দেব বলে চেনারও উপায় নেই। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত মেকআপ আর্টিস্ট বিক্রম গায়কোয়াড়ের হাতের ছোঁয়ায় এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। এই বিক্রমই 'মনের মানুষ' ছবিতে প্রসেনজিতের বৃদ্ধ লালনের লুকটিও বানিয়েছিলেন। কিন্তু এত হাইপ তৈরির পরেও 'ধূমকেতু' মুক্তি পাচ্ছে কবে কেউ জানে না। দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে ছবির শ্যুটিং শুরু হয় ২০১৫ সালে। প্রায় দু'বছর গড়িয়ে গিয়েছে। ছবি মুক্তি পায়নি এখনও পর্যন্ত। কারণ হল দুই প্রযোজকের মধ্যে মতবিরোধ। আর ছবি মুক্তি নিয়ে এই কাজিয়া সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্ত গড়িয়েছে। ছবির প্রযোজক দু'জন। প্রথমজন রানা সরকার। দ্বিতীয়জন দেব। কাজিয়াও দু'জনের মধ্যেই।

কেন আটকে ছিল ছবির মুক্তি?

রানা সরকারের দাবি, 'ছবির শ্যুটিং যখন শুরু হয়, তখন দেব জানিয়েছিলেন এই ছবি করার জন্য তিনি পারিশ্রমিক নেবেন না। থাকবেন ছবির অন্যতম প্রযোজক হিসাবে। ছবি তৈরির জন্য বাকি বিনিয়োগের দায়িত্ব আমার। তবে পরবর্তীকালে দেব মত পরিবর্তন করেন। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়েই কাজ করতে চান। আমিও সেই মতের সঙ্গে সহমত হই।' কিন্তু এসবের মধ্যে সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে দেব 'ধূমকেতু'-র মুক্তি নিয়ে জানান যে ছবি মুক্তি পাচ্ছে না কেন রানা সরকার বলতে পারবেন। দেব নিজে বহুবার বলেছেন ছবিটি তাঁকে দিয়ে দিতে, তিনি রিলিজ করবেন। কিন্তু রানা সরকার তাতে রাজি নন। এতেই আটকে আছে মুক্তি। ফেসবুকে যা নিয়ে রানা সরকার মন্তব্য করেন যে তিনি লগ্নির টাকা ফেরত নিয়ে ছবিটি দেবকে দিয়ে দিতে রাজি। তবে এখনও পর্যন্ত দেব সে প্রস্তাবে সাড়া দেননি। দুই প্রযোজকের জেদাজেদির মধ্যে আটকে ছবির ভবিষ্যৎ। 'ধূমকেতু' ছবির ডাবিংয়ের কাজও করেননি দেব। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্ট ফোরাম' সূত্রের খবর এখন দুই প্রযোজকই সমঝোতায় এসেছেন। নভেম্বরেই ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে। তবে তার জন্য দেবকে আগস্টের মধ্যে ডাবিং সেরে ফেলতে হবে। তা না হলে অবশ্য অন্য কেউ দেবের ডাবিং করতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। এখন সিনেপ্রেমীদের একটাই প্রার্থনা, যত দ্রুত সম্ভব দুই প্রযোজকের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে মুক্তি পাক 'ধূমকেতু'।

ছুটির ফাঁদে সাপ্লিতে প্রতি বুধবার

পুজো স্পেশাল ট্রাভেল গাইড

টিভিতে বাংলা সিরিয়াল

স্টার জলসা

১৭.৩০ মায়ার বাঁধন
১৮.০০ কুন্দফুলের মালা
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ ভজ গৌরাঙ্গ
২২.০০ রাখী বন্ধন

জি বাংলা

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী (সোম-শুক্র)
দাদাগিরি (শনি-রবি)
২২.০০ জামাইরাজা (সোম-শুক্র)

যুগশঙ্খ SUPPLI team
JUST বিনোদন

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সুদীপ্ত চৌধুরী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী**

CINEক্যুইজ

'যুগশঙ্খ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com

পাশের ছবিটি বলিউডের একজন পরিচালক-প্রযোজকের, যিনি যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার। তাঁর পরিচালনায় সম্প্রতি রিলিজ করেছে 'বেফিক্র'। এছাড়াও 'মোহব্বতে'র মতো ছবিও তাঁরই পরিচালনা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রানি মুখোপাধ্যায়ের স্বামী। **কে এই পরিচালক-প্রযোজক জবাব দিন আগামী ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে।**

সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

Just রিলোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

কাজল ও নওয়াজকে কেন পছন্দ করে না আব্রাম?

বাবাকে নিয়ে বেশ পোজেসিভ শাহরুখ খানের ছোট ছেলে আব্রাম। কেউ বাবার সঙ্গে রেগে কথা বললে, বা বাবার গায়ে কেউ হাত তোলার চেষ্টা করলে তুলকালাম বাধিয়ে দেয়। আবার বাবার ফ্যানেদের খুব ভালোবাসেও। মন্নতের বারান্দা থেকে বাবার কোলে চড়ে ফ্যানেদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়া আর ফ্লাইং কিস ছোঁড়া নাকি তার সবচেয়ে পছন্দ।

তবে সম্প্রতি কাজলের ওপর বেশ বিরক্ত হয়েছে আব্রাম। এর পিছনে অবশ্য একটা গল্প আছে। কিং খান সেই গল্পটা নিজেই বললেন। 'কাজল আর আমার মধ্যে একটা বিতর্কিত দৃশ্য আছে 'দিলওয়ালে' ছবিতে। তর্কাতর্কির পর কাজল আমায় চড় মারবে। ছবিটা দেখে আব্রাম যে কাজলের ওপর অমন রেগে যাবে কে জানত? আগে কাজলের সঙ্গে ও সহজভাবেই মিশত। এখন কাজলের সঙ্গে দেখা হলে ও আর হাসে না। আর কাজল আদর করতে গেলে বিরক্ত হয়ে সরে যায়। চোখ গোল গোল করে কাজলকে বকারও চেষ্টা করে। প্রথমটায় তো আমরা রহস্যটা বুঝতেই পারিনি। পরে অনেক ভেবে-চিন্তে বুঝলাম।'

শুধু কাজলই নন, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিও এখন আব্রামের হিট লিস্টে। সৌজন্য 'রইস'। সেখানে নাকি নওয়াজের সঙ্গে কিং খানের একটা ফাটাফাটি দৃশ্য ছিল। দেখামাত্র আব্রাম নওয়াজকে নিজের অপছন্দের তালিকায় ফেলে দিয়েছেন। ছোট ছেলের এই দুষ্টুমিষ্টি অভিমানের কথা বলতে গিয়ে শিশুর মতো আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন কিং খানও। বললেন, 'আমার ছোটবেলায় যা করতে পারিনি সেই সবই ওর মধ্যে দিয়ে করছি। তাই তো ওকে দামি দামি খেলনা কিনে দিই। ওর সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কাটাই। ওকে এত এক্সপোজার দিই...।' শুধু শাহরুখই নন, এই খুদে খান শাহরুখ ভক্তদের কাছেও বেশ পছন্দের।

গোবিন্দার প্রেম পূর্ণতা পায়নি মায়ের জন্য?

বলিউডে প্রেম হওয়া এবং প্রেম ভাঙা কোনও নতুন ঘটনা নয়। আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। একটা সময় যাঁরা গোবিন্দার ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কি জানেন গোবিন্দার সঙ্গে কার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল? ১৯৮০-র দশকে বলিউডের হিট জুটি ছিলেন গোবিন্দা-নীলম। তবে গোবিন্দা আর নীলমের সম্পর্ক শুধু পর্দার হিট জুটি হিসাবেই থেমে থাকেনি। এখন এমন এক তথ্য উঠে এসেছে যা গোবিন্দা কোনও দিন সামনে আসতে দেননি। শোনা যাচ্ছে, গোবিন্দা নাকি নীলমের প্রেমে পড়েছিলেন। দু'জনে বিয়ে করবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দার মায়ের জন্যই নাকি শেষ পর্যন্ত গোবিন্দা-নীলমের সম্পর্ক পরিণতি পায়নি।

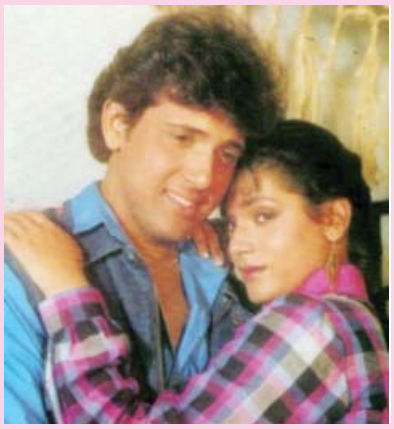

গোবিন্দার মা চেয়েছিলেন, পরিচালক আনন্দ সিংয়ের শ্যালিকা সুনীতাকে বিয়ে করুন গোবিন্দা। যেহেতু, গোবিন্দা মায়ের কথা অমান্য করতেন না, তাই নিজের প্রেমকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হন তিনি। মায়ের পছন্দের পাত্রী সুনীতাকেই বিয়ে করেন। বর্তমানে সুনীতাই গোবিন্দার স্ত্রী।

১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে গোবিন্দার বিয়ে হয়। কিন্তু নিজের কেরিয়ারের কথা ভেবে দীর্ঘদিন বিয়ের কথা গোপন রেখেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত মেয়ে টিনার জন্মের সময়ে গোবিন্দার বিয়ের কথা প্রকাশ্যে আসে। ওই প্রতিবেদনের দাবি অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা স্বীকার করেন, বিয়ের পরেও নীলমকে ভুলতে পারেননি তিনি। গোবিন্দা চেয়েছিলেন, নীলম তাঁর সঙ্গেই ছবি করুন।

বাদশা-লুকের কারিগর স্ত্রী গৌরী

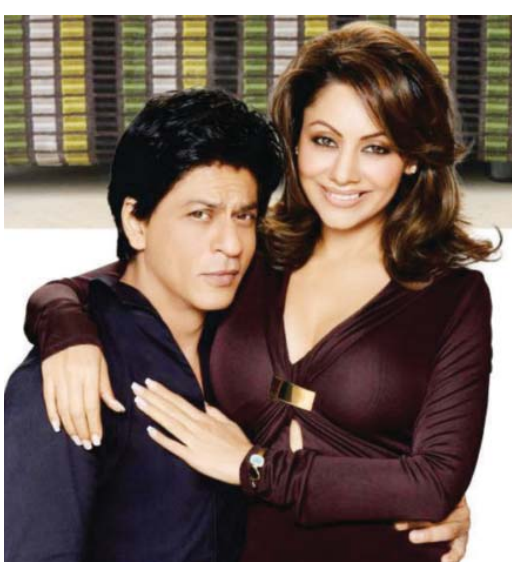

শাহরুখ খান। নামটা শুনলেই চোখের সামনে একজন স্টাইলিশ হিরোর চেহারা ভেসে ওঠে। তার ক্যারিশমাতে শুধুমাত্র মেয়েরাই কাবু তা নয়, তার স্টাইল নকল করার মতো ছেলেপুলের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অন ক্যামেরা হোক বা অফ ক্যামেরা হোক প্রত্যেকবারই নতুন নতুন স্টাইলে দেখা গেছে এই সুপারস্টারকে। আর দেখা যাবে না কেন, বাড়িতেই যখন এমন একজন রয়েছেন, যিনি সর্বক্ষণ শাহরুখের স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন। বলতে গেলে শাহরুখ যে প্রতিবার বিভিন্ন রকম লুকে দেখা যায় তার প্রধান কারিগর হলেন সেই ব্যক্তি। তিনি আর কেউ নন। শাহরুখের বেটারহাফ গৌরী। হ্যাঁ, শাহরুখ নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। বেশিরভাগ সময়ই নাকি গৌরীর থেকে ফ্যাশন টিপস নেন শাহরুখ।

কয়েকদিন আগে নীল জিনস ও কালো টি-শার্ট পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন গৌরী। ক্যাপশনে দিয়েছেন, এটাই তার ২০১৭-এর লুক।

এর কিছুক্ষণ পর আব্রামের সঙ্গে শাহরুখ নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন। দু'জনেরই পরনে নীল জিনস। সেখানে ক্যাপশন রয়েছে, 'টিপসের জন্য ধন্যবাদ মা। আমরা সবাই ২০১৭-র জন্য তৈরি।' এরপর বোধহয় বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে পরিবারে এমন একজন ফ্যাশন টিপস দেওয়ার মানুষ থাকলে পরিবারের সদস্যকে সব সময় তো নতুন লুকে পাওয়াই যাবে, তাই না।

তৃতীয় সন্তানের জন্যে কিম সারোগেসির সাহায্য নিচ্ছেন

এবার তৃতীয় সন্তান চান কিম কার্দাশিয়ান। তবে হলিউডের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি তারকা কিম ও তাঁর র‍্যাপার স্বামী কেনি ওয়েস্ট তাঁদের তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নয়, সারোগেসির মাধ্যমে। এর কারণ অবশ্য কিমের শারীরিক সমস্যা। যে-কারণে, সারোগেসি এবং এই সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান পেতে তাঁদের খরচ করতে হবে মোট ১,১৩,৮৫০ ডলার। ২০১৩ সালে প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেন কিম। এই দম্পতি দ্বিতীয়বার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে। তখন

থেকেই তৃতীয় সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন কিম ও কেনি। যদিও পরে জানা যায়, কিম আর মা হতে পারবেন না। কারণ, চিকিৎসকরা কিমকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি প্লাসেন্টা অ্যাকরিটা নামক জরায়ুর সমস্যায় ভুগছেন। যার ফলে তিনি জোর করে ফের মা হতে চাইলে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ-কথা জানার পর থেকেই সন্তানের পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসেন কেনি ওয়েস্ট। যদিও কিম তৃতীয় সন্তানের ব্যাপারে একগুঁয়ে ছিলেন।

মূলত, তাঁর জেদের কারণেই মেয়ে নর্থ ও ছেলে সেইন্টের পর তৃতীয় সন্তানের জন্য একটি সারোগেসি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিম ও তাঁর স্বামী। জানা যায়, দশ মাসে মোট ৪৫ হাজার ডলারের বিনিময়ে এক মহিলা এই হলিউড দম্পতিকে গর্ভ ভাড়া দিতে রাজি হয়েছেন।

তবে যে-মহিলা গর্ভ দিতে রাজি হয়েছেন, তাঁকে কিছু শর্তে সই করিয়েছেন এই তারকা দম্পতি। সেগুলি অবশ্যই তাঁদের আগত সন্তানের কথা মাথায় রেখে। যেমন, অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন ওই মহিলা ধূমপান, মদ্যপান এবং মাদক নিতে পারবেন না। এছাড়া ডেলিভারির কাছাকাছি সপ্তাহে পৌঁছে গেলে কোনওরকম যৌন সম্পর্কে সেই মহিলা লিপ্ত হতে পারবেন না। এছাড়া ডিম্বাণু প্রতিস্থাপনের তিন সপ্তাহের মধ্যেও কোনও রকম যৌন সম্পর্ক করতে পারবেন না ওই মহিলা। এছাড়া কিছু প্রসাধনী ব্যবহার এবং খাওয়াদাওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

সিনেমায় রসগোল্লা

উত্তর কলকাতা চিৎপুর বহু পুরনো রাস্তা। এই রাস্তার সঙ্গে বাঙালির প্রচুর আবেগও জড়িয়ে রয়েছে। তেমনই রসগোল্লাও বাঙালির একটি প্রিয় খাবার। এবার এই দুইয়ের সংমিশ্রণ তৈরি হতে চলেছে ছবি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, 'রসগোল্লার কলম্বাস' নামে নবীন দাসের এই বায়োপিকে চিৎপুর রোডটাকে তুলে ধরা হচ্ছে। আর এর জন্য নাকি একটি স্টুডিওর পুরো মাঠ ভাড়া করা হয়েছে। সেখানেই তৈরি করা হবে পুরনো চিৎপুর রোড। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে থাকবে বাগবাজার, গঙ্গার পাড়, বাইজিবাড়ি সবকিছুই। এছাড়া এই সিনেমায় পুরনো কলকাতাকেও তুলে ধরা হবে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সেট তৈরির কাজ শুরু হবে। এই প্রসঙ্গে সিনেমার পরিচালক পাভেল জানিয়েছেন, 'এই সিনেমায় পুরনো কলকাতার চিৎপুর রোড তৈরি করা হবে। এক কথায় পুরনো কলকাতার আমেজটাই পাওয়া যাবে বাংলার প্রথম ফুড-মুভিতে।' বাঙালির জীবনে রসগোল্লাও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, এই ছবিটির মাধ্যমে বাঙালির সেই আবেগগুলি দেখানো হবে বলে জানান পরিচালক।

যদিও চিৎপুর রোড রাস্তাটির নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, অতীতের কোনও এক সময়ে রাস্তাটির নাম ছিল 'পিলগ্রিম পাথ' বা 'রোড টু কালীঘাট'। ওই 'তীর্থযাত্রীদের রাস্তা' বা 'কালীঘাটে যাওয়ার রাস্তা'রই কালক্রমে নাম হয় চিৎপুর রোড। এবার রসগোল্লা নিয়ে সিনেমায় শহরের সেই অন্যতম পুরনো রাস্তারই পুনর্নির্মাণ হতে চলেছে।

সিনেমাটির প্রযোজনা করছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা। সংগীত পরিচালনা করেছেন প্রয়াত কালিকাপ্রসাদ।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ওমপ্রকাশ

স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের আঁচ পড়েছে বি-টাউনেও। অক্ষয়কুমার ও ভূমি পেড়নেকার অভিনীত 'টয়লেট এক প্রেমকথা' ছবিটিকে ট্যাক্স ফ্রি ঘোষণা করে দিয়েছে সেন্সর বোর্ড। এই ছবির সামনে হ্যাঁ-এর বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান পেহলাজ নিহলানি। এ তো গেল ছবির কথা। কিন্তু এই ছবির পরিচালক যা করলেন তা ভাবাই যায় না। পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা পর্দায় নয়, বাস্তবিকই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমে পড়লেন। মুম্বইয়ের বস্তি এলাকায় তৈরি করে দিলেন টয়লেট। তাও আবার ৮০০ -র বেশি। সম্প্রতি বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ছাড়পত্র নিয়ে মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে বস্তি এলাকায় আরও ২০টি টয়লেট তৈরি করেছেন পরিচালক। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা টয়লেটের পাশাপাশি খাড়ুবা এলাকার একটি স্কুলেও টয়লেট তৈরি করে দিচ্ছেন ওমপ্রকাশ মেহরা। ঘাটকোপারেই তিনি আগামী ছবি 'মেরে প্যারে প্রাইম মিনিস্টার'-এর শুটিং করছেন। আরও টয়লেটে তৈরির কথা জানান পরিচালক। এই ছবির পরতে পরতে তিনি স্বচ্ছ ভারতের কথা তুলে ধরেছেন। যেখানে দেখা যায় কানাইহা তাঁর মায়ের জন্য একটি টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। এই ছবি তাঁকে আরও বেশি করে টয়লেট নির্মাণের ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে বলে জানান পরিচালক। এই ছবিটি তৈরি হবে একেবারে ক্রাউড ফান্ডিংয়ের গ্রাসরুট থেকে। মির্জা, ভগৎ সিং, মিলখা সিং তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিন বছর ধরে এই ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল তাঁর। পরে সাহস করে এগিয়ে যান এবং ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। এই ছবিতে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের যেমন ছোঁয়া রয়েছে তেমনই রয়েছে গানের কারিকুরিও।

'দাবাং' ছবির কাজ আর কিছুদিন পর থেকেই শুরু হবে। তার আগে পার্লে রাহ এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন যাতে সলমন খানকে আরও একবার ভাবতে হবে। দাবাং সিরিজে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সোনাক্ষী সিনহা। তবে পার্ট থ্রি-তে সোনাক্ষী কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণে ভাবা হয়েছিল পার্লে রাহকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার আগেই এক কীর্তি করে বসলেন পার্লে। জনপ্রিয় হতে এবং সকলের নজর কাড়তে নিজের টপলেস ছবি পাঠিয়ে দিয়েছেন মিডিয়া হাউসগুলিতে। যে-ছবি এখন সোশ্যাল সাইটে রীতিমতো ভাইরাল। ফলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন পার্লে।

খামবন্দি করে একটি প্রেস রিলিজ ও ছবিগুলি মিডিয়া হাউসগুলিতে পাঠিয়েছিলেন পার্লে। খাম খুলতেই সামনে আসে টপলেস ছবিগুলি। প্রেস রিলিজ বার্তায় পার্লে লিখেছেন, সলমন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে 'দাবাং' ছবির জন্য সলমন নিজে অফার দিয়েছেন। যদিও পার্লের এসব দাবি অস্বীকার করেছে সলমন খানের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, 'দাবাং থ্রি' নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পার্লের সঙ্গে সলমনের কোনও সম্পর্ক নেই। জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এসব রটাচ্ছেন পার্লে। যদিও এ নিয়ে সলমনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তিনি কী বলেন, এখন সেটাই দেখার।

মিলিন্দের নতুন গার্লফ্রেন্ড

অবশেষে নিজের লাইফপার্টনার বি লাভেডের পরিচয় দিলেন ভারতের আয়রনম্যান মিলিন্দ সোমন। ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লেডিলাভের সঙ্গে তোলা একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেতা। আর সেই ছবি পোস্ট করেই নিজের

ফ্যানেদের জানিয়েদিলেন যে তিনি আর এখন সিঙ্গল স্ট্যাটাস বহন করছেন না।

'৯০-এর দশকে আলিশা চিনয়ের প্রাইভেট অ্যালবাম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' প্রকাশ হয়। ওই অ্যালবামের গানে মিলিন্দ সোমনকে দেখে তরুণীদের মনে কুছ কুছ হোতা হ্যায়। হার্টথ্রব মিলিন্দকে দেখতে একবার নয়, দু'বার নয় বহুবার এই অ্যালবামের গান টিভিতে দিলেই দেখতে বসে পড়তেন বহু যুবতী। এখনও নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়ে বেরান। সাঁতার কাটেন। সাইকেলে চড়ে কয়েকশো কিলোমিটার অনায়াসে অতিক্রম করেন। ২০০৯ সালে ফরাসি অভিনেত্রী মেইলিন জাম্পানোই-এর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। আর তারপরেই এই প্রথমবার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত খোলামেলা হলেন মিলিন্দ। বান্ধবীর নাম অঙ্কিতা কোনওয়ার। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। মিলিন্দের বয়স ৫১। তাঁর থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট তাঁর এই বান্ধবী। কিন্তু তাতে কী! প্রেম-ভালোবাসা তো আর বয়সের বেড়াজালে আটকে থাকে না। অবশেষে জীবনের এই সুখকর মুহূর্তের কথা সোশ্যাল দুনিয়া মারফতই তার ভক্তদের কাছে পৌঁছে দিলেন তিনি।

শাহরুখ কে? পাক ঔদ্ধত্যের কড়া জবাব দিল ভারত

ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে পাকিস্তান। ব্যস, এ তো সোনায় সোহাগা। বহুদিন বাদে উচ্ছ্বসিত গোটা পাকিস্তান। কেননা অনেকদিন পর এই প্রথম কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের পর পাকিস্তানে কোনও টিভি ভাঙেনি। তবে বাঁধভাঙা এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেও ভারতীয়কে খোঁচা দেওয়ার কোনও 'মওকা' ছাড়ছে না পাকিস্তানীরা। বিশেষ করে ট্যুইটারে। উসমান জামিল নামে এক পাকিস্তানীর ঔদ্ধত্য তো সমস্ত শালীনতার মাত্রাই ছাড়িয়ে গেলেন। নিজের ট্যুইট প্রোফাইলে তার প্রশ্ন, 'কে শাহরুখ?' সঙ্গে দিলেন পাকিস্তানের জয়ের সেলিব্রেশনের ভিড়ের ছবি। ব্যস, তাঁকে ভালোভাবেই ধুয়ে দিলেন ভারতীয় 'ফ্যান'রা।

উসমানকে রিট্যুইট করে পাল্টা উত্তর দেন ভারতীয়রা। অনেকেই শাহরুখের বাড়ির সামনের ও তাঁর প্রচারের অনুষ্ঠানের বিপুল জমায়েতের ছবি তুলে ধরেন। উসমানকে কটাক্ষ করে অনেকেই জানান, শাহরুখ বিশ্বের সেরা সুপারস্টার। কেবলমাত্র একদিন নয়, শাহরুখের বাড়ির সামনে এমন ভিড় প্রতি রবিবার, ইদ, ক্রিসমাস, দিওয়ালিতেই হয়ে থাকে। বলিউড বাদশার কাছে এটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুপারস্টার। কেউ কেউ আবার উসমানকে এ-কথাও মনে করে দিয়েছেন, শাহরুখ সেই ব্যক্তি যাঁর সিনেমা দেখার জন্য ইসলামাবাদ, করাচিসহ বাকি পাকিস্তানে এর চেয়ে বেশি ভিড় হয়। আর শাহরুখের কোনও সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না পেলে পাইরেটেড ভিডিওর সাহায্য নেন পাক দর্শকরা। উদাহরণ হিসাবে আসে শাহরুখের 'রইস' ছবির কথা। 'রইস'-এর মুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু পাক পাইরেসির বাজারে রমরমিয়ে নাকি বিক্রি হয়েছে সে ছবির সিডি। অনেকে আবার ডাউনলোড করেও দেখেছেন।

এবার হতে পারে 'ডন থ্রি'

ডনের প্রতীক্ষায় এগারোটা দেশ নয় পুরো বলিউডের ভক্তরা রয়েছেন। বিগ বি-র জায়গায় ভালোভাবেই নিজেকে বসিয়ে নেন কিং খান। গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে নতুন ডন। তাই একটা সময় এই ছবির সিক্যুয়েলও হিটলিস্টে নাম লেখায়। 'ডন টু'-এর পর থেকে তিন নম্বর পার্টের জন্য অপেক্ষারত গোটা পৃথিবীর মানুষ। 'ডন' সিরিজ নিয়ে শাহরুখ এবং ফারহান আখতারের ফ্যানেদের অপেক্ষার অবসান এবার ঘটবে বোধহয়। টিনসেল টাউনের অলিতে-গলিতে এমনই কিছু কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। কারণ সম্প্রতি 'ডন' সিরিজের অন্যতম প্রযোজক রীতেশ সিধোয়ানি জানান, 'ডন থ্রি' সম্বন্ধে আবার তাঁরা ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। এবং সেটা খুবই সিরিয়াসভাবেই। গল্পের ঠিকঠাক একটা সূত্র খুঁজছিলেন তাঁরা। আর সেটা এবার খুঁজে পেয়েছেন। এই মুহূর্তে সেটা লেখা হচ্ছে। আর এই ছবির সম্বন্ধে অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট খুব শীঘ্রই হবে। তবে এই ছবির পরিচালক নিয়ে দোটানা রয়েছে। পরিচালকের আসনে কি ফারহান বসবেন? এই নিয়ে প্রযোজক জানান, সেটা জানার জন্য অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল ডন সিরিজের প্রথম ছবি। তাতে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ এবং প্রিয়াংকা। যখন 'ডন ২' এল তাতেও ফারহান এই একই জুটিকে ফিরিয়ে আনেন। আর সেই ছবিকে কেন্দ্র করে প্রিয়াংকা ও শাহরুখের প্রেম চলছে এমনই এক গুজবে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গুজবের প্রভাব পড়ে খান পরিবারেও। তাই এই জুটি আবারও ফিরবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। কারণ পিগি চপস এই মুহূর্তে রয়েছেন হলিপাড়ায়। সেখানে একের পর এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত তিনি। আর শাহরুখ এবং প্রিয়াংকার কাজ না পসন্দের খাতায় শাহরুখ পত্নী গৌরী খানের। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

স্প্যানিশে আমিই ‘জয় হো’ লিখেছিলাম

তিনি দেশের প্রথম মহিলা গ্র্যামি বিজয়ী। অথচ গোটা দেশে তেমন কেউই তাঁর নাম জানেন না। গত কয়েকটা বছরে যেন কোথা থেকে কী হয়ে গেল। ও হ্যাঁ, যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য, পরিচয় দিয়ে দিই, তিনি চেন্নাইয়ের বাসিন্দা তনভি শাহ। ‘স্লামডগ মিলিয়নেয়ার’ ছবির ‘জয় হো’ গানটি লেখার জন্য ২০১০ সালে এ আর রহমান ও গুলজারের সঙ্গে ‘বেস্ট সং রিটেন ফর ভিস্যুয়াল মিডিয়া’ বিভাগে গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন। হিন্দি, তামিল, তেলুগু, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, অ্যাফ্রো-কিউবান ও আরবি ও লাতিন আমেরিকার ভাষায় গান গেয়েছেন। পড়াশোনা করছিলেন ফাইন আর্টস ও সেরামিক ডিজাইন নিয়ে। গান গাওয়া ছিল ‘হবি’। পড়াশোনার দিনগুলোতে ঘুণাক্ষরেও জানতেন না ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে।

এ আর রহমান কী করে এলেন তাঁর জীবনে? প্রথম প্রশ্ন অবশ্যই এটা হওয়া উচিত। উত্তরে যা জানা গেল, তনভির-এর গাওয়া কয়েকটি লাইনের ক্লিপ রহমানের হাতে এসে পড়ে। সেখান থেকেই সুযোগ পান রহমানের সুরে ‘যুবা’ সিনেমার ‘ফনা’ গানটি গাওয়ার। গান হিট, তিনিও হিট। সেই থেকে শুরু। এরপর ‘পাপ্পু কান্ট ডান্স শালা’, ‘রেহনা তু’, ‘দিল্লি ৬’ ‘স্লামডগ মিলিয়নেয়ার’। খোলাখুলি স্বীকার করেন, ‘মণিরত্নম ও রহমান স্যারের সঙ্গে কাজ করা সবসময় একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। আমি ওঁদের দু’জনের কাছেই কৃতজ্ঞ, আমায় প্রথম সুযোগ দেওয়ার জন্য। দু’জনেই খুব কম কথার মানুষ এবং দু’জনেই জানেন কীভাবে একজন শিল্পীর সমস্ত সম্ভাবনা টেনে বের করতে হয়।’

কিন্তু গ্র্যামি কী করে এল? তনভি জানালেন, ‘আমি স্টুডিওয় ঢুকে কখনও জিজ্ঞেস করি না কী গান, কীসের জন্য গান, ইত্যাদি। এ আর (রহমান) শুধু বলেছিলেন বেশ একটা বড় প্রোজেক্টের জন্য গান গাইতে হবে। ব্যস। তার আগের দিন গভীর রাতে (এ আর সব সময় রাতে কাজ করেন। যার জন্য আমরা তাঁকে নিশাচর বলে ডাকি) এ আর ফোন করে ডেকে পাঠান। স্টুডিওর ভেতর ঢুকে দেখি রহমানের সঙ্গে গুলজার সাহেবও বসে আছেন। কিন্তু গানটা অনেক চেষ্টা করেও হচ্ছিল না। প্রত্যেকবার সামথিং ওয়াজ মিসিং। এ আরের কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তারপর শুরু হল ভাষা এবং স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা। নানা ভাষায় আমরা গানটা গাইতে লাগলাম। শেষমেশ স্প্যানিশ ভাষাতে পছন্দ হল গান। আমিই অনুবাদ করে স্প্যানিশে লিখে গাইলাম। পছন্দ হল এ আর -এর। গান শেষ করে বেরিয়ে গেলাম স্টুডিও থেকে।’ মুখে শুনতে সহজ মনে হলেও বিষয়টা মোটেই সহজ ছিল না। তনভি রেকর্ড করেছিলেন ‘জয় হো’।

মাস দুয়েক পর ছবিটি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। বাফটা, গোল্ডেন গ্লোব-এ ছবি নিয়ে হইচই। গানটা শুনে এ আর-কে বলেছিলেন, ‘আরে সেই গানটা না ?’

কিন্তু শেষমেশ যে ভারতের প্রথম মহিলা হিসাবে গ্র্যামি জিতবেন সেটা ভাবতে পেরেছিলেন? ‘পাগল না কি? গ্র্যামি জেতার পাঁচ মিনিট পর পর্যন্ত কোনও কথা বলতে পারিনি। পৃথিবীটা ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল। এখনও এত বছর পর সেরকমই আছে ব্যাপারটা। তবে সব থেকে বড় যে ব্যাপার সেটা হল আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম গানটার মাধ্যমে। এখনও সেই স্বপ্নটার মধ্যেই বাঁচি,’ বলেন তনভি। তাহলে এরপরেই কি র‍্যাপার স্নুপ ডগের সঙ্গে গান গাওয়ার সুযোগ আসে? ‘হ্যাঁ’, তনভি বললেন, ‘আমি তখন লস এঞ্জেলেস- এ। এক স্টুডিওয় বসে আছি। একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি সামনে স্নুপ ডগ দাঁড়িয়ে! ও আমার ‘জয় হো’ শুনেছিল। তারপরই ওর সঙ্গে ‘স্নুপ ডগ মিলিয়নেয়ার’ গাইবার সুযোগ আসে।’

আপাতত সমান তালে তনভি ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ভারত। স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, অ্যাফ্রো-কিউবান, আরব, তামিল, তেলুগু ভাষায় গাইছেন নিরন্তর। কিন্তু স্পষ্ট জানালেন এক নম্বর হওয়ার কোনও ইঁদুর দৌড়ে তিনি নেই। বললেন, ‘আমি নিজের আনন্দের জন্য গান গাই। কেউ আমার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কাজ আদায় করতে চাইলে কাজ পাবে না।’ চেন্নাইয়ে দুই দশক ধরে আছে তনভিদের পরিবার। বাড়িতে গানের রেওয়াজ না থাকলেও মা ছিলেন সেতারবাদক। ‘ফনা’র পরই ঠিকঠাকভাবে সংগীতকে পেশা হিসাবে নেবেন বলে ঠিক করেন। তালিম নেওয়া শুরু করেন পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীতের ওপর।

ভারতের সংগীতজগতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? উত্তর এল, ‘এখন ভারতে মিউজিক নিয়ে যে ধরনের কাজ হচ্ছে, তাতে এ-কথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতীয় সংগীত এখন একটা মহান স্টেজে পৌঁছে গেছে। সমস্ত ফর্মের ভারতীয় সংগীত বিশ্বজুড়ে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। এবং আরও ভালো কাজ করার জন্য এটা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।’

বাংলা গান শোনেন? উত্তরে তনভি জানালেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি। লতাজি, আশাজির গাওয়া বাংলা গানের আমি ভক্ত। আপনাদের ভাষা খুব মিষ্টি। তবে আসল কথা হল সংগীতের কোনও বেড়া নেই। এছাড়া উষা উত্থুপ এবং বাবুল সুপ্রিয়র গান শুনেছি।’ বাংলায় গান গাইবেন না? ‘কেন গাইব না, তেমন কোনও সুযোগ এলে অবশ্যই গাইব। আজকের পৃথিবীতে সংগীতই একমাত্র পজিটিভ ব্যাপার। গান সর্বজনীন। ভাষাটা বড় কথা নয়।’ আগামী প্ল্যান কী? ‘এই তো সদ্য আমার একটি প্রচলিত লাতিন গান ‘ডেসপ্যাকিটো’ রিলিজ করেছে। এরপর আমি আমার নতুন ইপি এবং অন্যান্য প্রোজেক্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত। সময়মতো সেগুলো নিয়ে কথা বলব। কিন্তু এখন নয়।’

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

SPORTS গসিপ

ক্রিকেট নিয়ে ওয়েব সিরিজ

কলঙ্কের দাগ লাগল এবার ছোটপর্দায়। তাও আবার ক্রিকেটের কারণে। ২০১৩ সালে গড়াপেটার অভিযোগে তছনছ হয়ে গিয়েছিল আইপিএল-এর সাজানো সংসার। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক থেকে ক্রিকেটার, নির্বাসন ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পায়নি কেউই। ক্রিকেটের জৌলুস আর টাকার খেলার নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা নোংরা রাজনীতিকেই এবার পর্দায় তুলে ধরা হচ্ছে। শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ফারহান আখতার ও রীতেশ সিধওয়ানির ওয়েব সিরিজ 'ইনসাইড এজ'।

আধুনিক ক্রিকেটকে আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর লাগলেও, এর আড়ালে চলে বড়সড় দুর্নীতি ও রাজনৈতিক খেলা। যার প্রভাব পড়ে বাইশ গজের লড়াইয়েও। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার সেই কালিমালিপ্ত দিকটিই ওয়েব সিরিজে ফুটিয়ে তুলছেন পরিচালক করন অংশুমান। ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে সিরিজের ট্রেলার। যেখানে চোখে পড়বে লিগে খেলা ক্রিকেটারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শুরু করে অর্থের প্রতি লালসার ছবি। অভিনেত্রীর গ্ল্যামার থেকে মাস্টার মাইন্ডের দুর্নীতি। দলের অধিনায়ক থেকে তারকা ক্রিকেটার, কোটি টাকা গন্ধে সকলেই কম-বেশি প্রভাবিত হচ্ছেন। টুর্নামেন্টে চিয়ার লিডারদের অন্যরকম ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে। বলিউডে এখন ওয়েব সিরিজ বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর এমন একটি গম্ভীর ইস্যুকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে ইন্টারনেটকেই বেছে নিয়েছেন পরিচালক।

দশম আইপিএল ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ হয়েছে। ভরা ক্রিকেট মরশুমকেই ওয়েব সিরিজটি মুক্তির আদর্শ সময় বলে মনে করছেন পরিচালক। একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের অধিনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অঙ্গদ বেদি। যাঁর দলের মালকিনের চরিত্রে দেখা যাবে রিচা চাড্ডাকে। কোচের চরিত্রে রয়েছেন সঞ্জয় সুরি। আইপিএল-এর নিয়মিত দর্শকরা ওয়েব সিরিজটির সঙ্গে বেশ অনায়াসেই বাস্তবের মিল খুঁজে পাবেন। আর এর হাত ধরেই অনেকদিন পর দর্শকদের সামনে আসছেন অভিনেতা বিবেক ওবেরয়।

যেখানে দুর্নীতি, লালসা ও যৌনতা

বেকার এখন দেউলিয়া

সময়টা একদমই ভালো যাচ্ছে না জার্মানির প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকারের। বেশ কিছুদিন মনোমালিন্যের জেরে আগেই নোভাক জোকোভিচের কোচের পদ থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে।

এবার বরিস বেকার দেউলিয়া হলেন। ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংক বার বার তাগাদা দেওয়ার পরেও ঋণের অর্থ পরিশোধ করছিলেন না জার্মানির এই প্রাক্তন টেনিস তারকা। এরপর লন্ডনের আর্থিক আদালত তিনবারের উইম্বলডন বিজয়ী বরিস বেকারকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে।

একসময়ের শীর্ষ টেনিস তারকা, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। সেই সময় কম আয়েও করেননি। তিনিই নাকি এখন দেউলিয়া। জার্মান বরিস ১৯৮৫ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে উইম্বলডন জিতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন টেনিস দুনিয়ায়। এরপর ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ সালে আরও দু'বার উইম্বলডনে ঝড় তুলেছিলেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। ১৯৮৯ সালে জিতেছিলেন ইউএস ওপেনের শিরোপাও। খেলোয়াড়ি জীবনে কেবল টেনিস থেকে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ইউরো আয় করেছেন। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা।

যদিও বেকারের কঠিন সময় শুরু হয়েছিল ২০১২ সাল থেকেই। যখন দেনার দায়ে তিনি বিলাসবহুল বাড়িটিও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন ৪৯ বছর বয়সি এই জার্মান তারকা। ২০১৫ সাল থেকে তিনি সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করছেন না। বারবার তাগাদা দেওয়ার পরেও ঋণের টাকা শোধ না করায় দেউলিয়া ঘোষণা ছাড়া লন্ডনের আদালতের আর কোনও উপায় ছিল না। বেকারকে দেউলিয়া ঘোষণার সময় দুঃখপ্রকাশ করেছেন বিচারক ক্রিস্টিনা ডেরেট, 'আমি বরিস বেকারের খেলা দেখেছি। দেখেছি উইম্বলডনে তাঁর দাপট। আমি খুবই দুঃখিত যে তাঁকে আজ দেউলিয়া ঘোষণা করতে হচ্ছে।'

ক্রিকেটার কাম বিমানচালক

অজি ক্রিকেটার উসমান খোয়াজাকে কম-বেশি সকলেই চেনেন। বলা যায় এখন অজি ক্রিকেট বোর্ড এই ক্রিকেটারকে নিয়েই স্বপ্ন দেখছে। তিনি শুধুমাত্র ক্রিকেটার নন, অস্ট্রেলীয় জাতীয় দলে খেলা প্রথম মুসলিম ক্রিকেটার হলেন উসমান। তাঁর পরিচয় এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে জন্ম খোয়াজার। পরিবারের সঙ্গে বড় হন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে। ছোট থেকেই পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলেন। তিনি অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি পেয়েছেন। তারপর অ্যাভিয়েশনের ওপর আরও একটা কোর্স করে বেসিক পাইলট লাইসেন্স পান। তখনও কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স পাননি খোয়াজা। আকাশে ওড়া আর ক্রিকেট খেলা দুটোই দক্ষ হাতে সামলেছেন। এই প্রসঙ্গে খোয়াজা জানান, আকাশে উড়তে তাঁর খুব ভালো লাগে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৫টি টেস্ট ও ১২টি ওয়ান ডে খেলেছেন। টেস্টে তাঁর ৪টি শতরানও আছে।

সোফিয়ার বিতর্কিত মন্তব্য

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফাইনালে ভারত হেরেছে। টুর্নামেন্টে শুরুর ম্যাচগুলো ভালো খেললেও ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শূন্য রানে ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ফের রোহিত শর্মাকে নিয়ে মুখ খুললেন তাঁর এক্স গার্লফ্রেন্ড সোফিয়া হায়াত। রোহিতকে নিয়ে খবর হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবার খবরের শিরোনামে চলে এল রোহিতের অতীত জীবনের ঘটনা। ভারতীয় মডেল সোফিয়া হায়াতের সঙ্গেই রোহিতের একটা সময় সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রোহিতের ঝকঝকে ইনিংসের পরেই সোফিয়া রোহিতকে টুইটারে ব্লক করে দিলেন। সেখানে লিখলেন, 'শেষ পর্যন্ত রোহিতকে ব্লক করেই দিলাম।'

রোহিত ও সোফিয়া দু'জনেই বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছেন। দু'বছর আগেই রোহিত সাতপাকে বাঁধা পড়েন রিতীকা সচদের সঙ্গে। অন্যদিকে সোফিয়া বিয়ে করেছেন ভ্লাড স্ট্যানেস্চুর সঙ্গে।

ব্রিটিশ মুসলিম পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে কাটাতে ফ্যাশন দুনিয়ায় প্রবেশ করেন সোফিয়া। একসময় তো পর্নস্টার হিসাবে বেশ নামডাক করেছিলেন। কিন্তু, সেই জীবনযাপনে ছেদ টেনে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। একটা সময় বলেছিলেন, তিনি আর যৌন সংসর্গ করবেন না। কিছুদিন নাকি করেনওনি। কিন্তু, লাইমলাইটে থাকতে পছন্দ করেন যে সোফিয়া! তাই বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখতে পারেননি। নিজেই বিতর্ক সৃষ্টি করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন।

Just খেলা
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

৯০ নয়, এবার ৬০ মিনিটের ফুটবল ম্যাচ!

এবার নাকি ৯০ মিনিটের পরিবর্তে ৬০ মিনিটের ফুটবল ম্যাচ হতে চলেছে। হ্যাঁ, ৯০ মিনিটের পরিবর্তে ৬০ মিনিটে নামিয়ে আনার এমনই প্রস্তাব করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফবিএ)। তাদের ব্যাখ্যা ৯০ মিনিট ম্যাচে অনেক সময় নষ্ট হয়, এই ধারণাকে সামনে রেখে এবং ফুটবলকে আরও অকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। মূলত মাঠে বিভিন্ন ঘটনায় খেলোয়াড়দের সময় নষ্ট করার প্রবণতা ঠেকাতেই তাঁরা এমনই চিন্তাভাবনা করেছেন।

৬০ মিনিটের ফুটবল ম্যাচের নিয়ম হল, প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ৩০ মিনিট করে খেলা হবে। সেক্ষেত্রে কেবল মাঠে খেলা চলকালীন সময়টাই ঘড়িতে কাউন্ট করবেন রেফারি। স্টেডিয়ামের প্রধান ঘড়ির সঙ্গে মাঠের রেফারির ঘড়ির সংযোগ থাকবে। আইএফবি-এর পক্ষ থেকে এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডেভিড এলিরে বলেছেন, '৯০ মিনিটের এমন ম্যাচের চেয়ে ৬০ মিনিটের স্টপওয়াচ খেলাটা ভালোই হবে।'

ফিফা এবং ব্রিটেনের চারটি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যথা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে আইএফএবি তৈরি হয়েছে। ইটালি এবং চেলসির সাবেক ফুটবলার জিয়ানফ্রাঙ্কো জোলা বলেছেন, 'আমি ম্যাচের সময় কমানোর এই প্রস্তাব সমর্থন করি কারণ বহু দলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত সময় নষ্ট করার প্রবণতা রয়েছে, বিশেষ করে দলগুলো যখন জিততে থাকে, তারা সময় নষ্ট করে।'

এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন আর্সেনাল গোলকিপার পিটার চেকও। ট্যুইটারে তিনি এই প্রস্তাবের সমর্থনে লিখেছেন, 'মাঠে আসলে খেলা হয় প্রতি হাফে ২৫ মিনিট করে। সুতরাং ম্যাচ এক ঘণ্টার হলে, খেলার সময় প্রকৃত অর্থে বাড়বে।'

ফেল্পসের প্রতিযোগী এবার সাদা হাঙর!

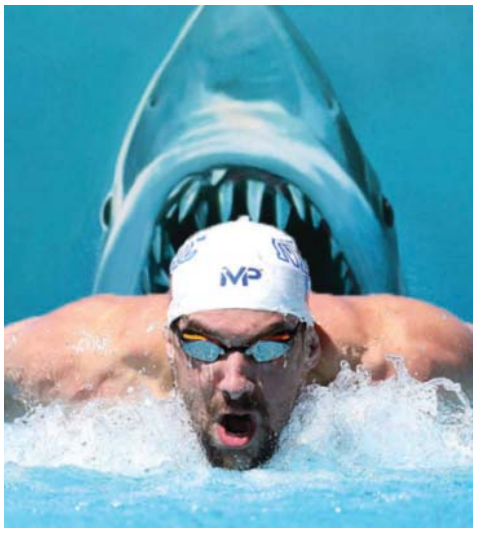

এই না হলে মাইকেল ফেল্পস। তিনি যেন সবসময়ই খবরের শিরোনামে। সাঁতারে তাঁর সাফল্য সবারই জানা। অসামান্য সব কীর্তি গড়ে পুলকে বিদায় বলে দিয়েছেন অনেকদিন আগেই। এই আমেরিকান কিংবদন্তি যে জলদানব, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা আবারও প্রমাণ হতে চলেছে।

তিনি কী করতে চলেছে জানেন? এবার সাদা হাঙরের সঙ্গে লড়াই করবেন অলিম্পিকে ২৩ স্বর্ণপদকজয়ী এই সাতারু? অবাক হলেন? হওয়ারই কথা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমনটাই হতে চলেছে। জুলাইয়ে ফেল্পসকে দেখা যাবে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করতে। ফেল্পসের গতি প্রতি ঘণ্টায় ছয় মাইল। আর সাদা হাঙরের গতি প্রতি ঘণ্টায় ২৫ মাইল।

মূলত, ডিসকভারি চ্যানেলের 'শার্ক উইক' উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবেই এই অভিনব প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা। বলা হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে সফল সাঁতারু সাগরের সবচেয়ে হিংস্র প্রাণীর বিরুদ্ধে নামছেন। অনুষ্ঠানটির নাম, 'ফেল্পস বনাম শার্ক : গ্রেট গোল্ড বনাম গ্রেট হোয়াইট'।

গত বছর ব্রাজিলের রিও অলিম্পিকের শেষেই পুলকে বিদায় জানান মাইকেল ফেল্পস। এর ফলে জলদানবের সাঁতার প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহেই মিস করছেন তাঁর অনুরাগীরা। তবে ভক্তদের চাহিদা এবং ভালোবাসার কথা মাথায় রেখেই আবারও জলে নামছেন তিনি। প্রতিযোগী সাদা হাঙর। ২০২০ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত হবে ক্রীড়ার মহাযজ্ঞ অলিম্পিক। সেখানে অবশ্য থাকছেন ফেল্পস। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নয় বরং নিজের ব্র্যান্ডের প্রচারের অংশ হিসাবেই জলদানবকে দেখা যাবে টোকিও অলিম্পিকে।

পাকিস্তানের নতুন হিরো 'ফৌজি' ক্রিকেটার

উত্থানটা অনেকটা স্বপ্নের মতো। ৪ বছর আগেও জাতীয় দলের হয়ে ক্রিকেট খেলার কথা ভাবতে পারতেন না। পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। সময় পেলে নৌবাহিনীর আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেটই ছিল তাঁর ভরসা। সেই ফখর যমান এখন তারকা। পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন। চোখের মণি হয়ে উঠেছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাইবার পাখতুনওয়া এলাকার এই তরুণ তুর্কি ফখর জমান। উর্দুতে যে-নামের অর্থ 'গর্ব'। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের গর্ব তিনি।

নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন বলে শোয়েব মালিকদের ড্রেসিংরুমে তাঁকে ডাকা হয় 'ফৌজি' বলে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ভারতের কাছে লজ্জাজনক হারের পর গোটা পাকিস্তান জুড়ে সমালোচনা হচ্ছিল তাদের কোচ মিকি আর্থারের। আর তার পরেই ডুবন্ত পাক ব্যাটিংকে টেনে তুলেছে খাইবার পাখতুনওয়ার এলাকার এই ব্যাটসম্যান।

যাঁকে নিয়ে এত কথা, সেই ফখর 'ফৌজি' জমান যদিও তাঁর এই উত্থানের পিছনে দেখাচ্ছেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাকালামকে। যিনি পাকিস্তান সুপার লিগে 'লাহোর কলন্দরস' টিমে ফখর-এর অধিনায়ক। পাক ক্রিকেটের নবাগত তারকা তাঁর কিউয়ি মেন্টর সম্পর্কে বলছেন, 'প্রথম যখন ম্যাককালামের সঙ্গে দেখা হয়, তখন নেটে তিনি আমার ব্যাটিং মন দিয়ে দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর এগিয়ে এসে বলেন, তোমাকে সব ম্যাচেই খেলাব, কিন্তু কথা দিতে হবে এ রকম আগ্রাসী মেজাজেই ব্যাট করবে।' তারপরেই লাহোর কলন্দরস টিমে এক নম্বরে প্রতি ম্যাচ ম্যাকালাম নিয়ম করে খেলাতে শুরু করে দেন ফখরকে।

চিনে যাচ্ছেন রুনি?

কোথায় থাকবেন ওয়েন রুনি? ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে কি এবার ছেদ পড়তে চলেছে? ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ওয়েন রুনির ভবিষ্যৎ কী সে-কথা এখন কেউই বলতে পারছেন না। ম্যানেজার জোসে মোরিনহো যে তাঁর ক্যাপ্টেনকে সব ম্যাচে নামাবেন সেটাও নিশ্চিত নয়। এই অবস্থায় ইংরেজ তারকার চিনের ক্লাবে সই করার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে।

চিনে দলবদল শুরু হয়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে শুধু রুনি নন, দিয়েগো কোস্তা এবং পিয়ের এমেরিক অবামেয়াংয়ের মতো তারকা ফুটবলাররাও। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দলবদলের সময় রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ঢালতে দেখা গিয়েছিল চিনের ক্লাবগুলিকে। সব মিলিয়ে ৩৮৮ মিলিয়ন ইউরো খরচ করেছিল তারা। হইচই পড়ে গিয়েছিল ব্রাজিলের অস্কার সাংহাই এসআইপিজিতে ৬০ মিলিয়ন ইউরোয় সই করার পরে। আর্জেন্তিনার কার্লোস তেভেজও চিনের ক্লাবে সই করেন রেকর্ড অর্থে।

তবে চিনের ক্লাবের ফের রেকর্ড অর্থ খরচ করার সম্ভাবনা এবার কম। কেন না চিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই লাগামছাড়া অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনতে নতুন নিয়মকানুন চালু করেছে। যার মধ্যে ট্রান্সফার ফি-তে একশো শতাংশ কর চাপানোও রয়েছে। ফলে বিরাট পরিমাণ অর্থ খরচ করার আগে দু'বার ভাবতে হবে এখন ক্লাবগুলিকে। নিয়ম করা হয়েছে, আগামী বছর থেকে বিদেশি ফুটবলারদের মতো একই সংখ্যায় চিনের অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলাদেরও দলে রাখতে হবে।

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৭ জুলাই ২০১৭

‘কোচই আমার সাফল্যের চাবিকাঠি’
শ্রীকান্ত

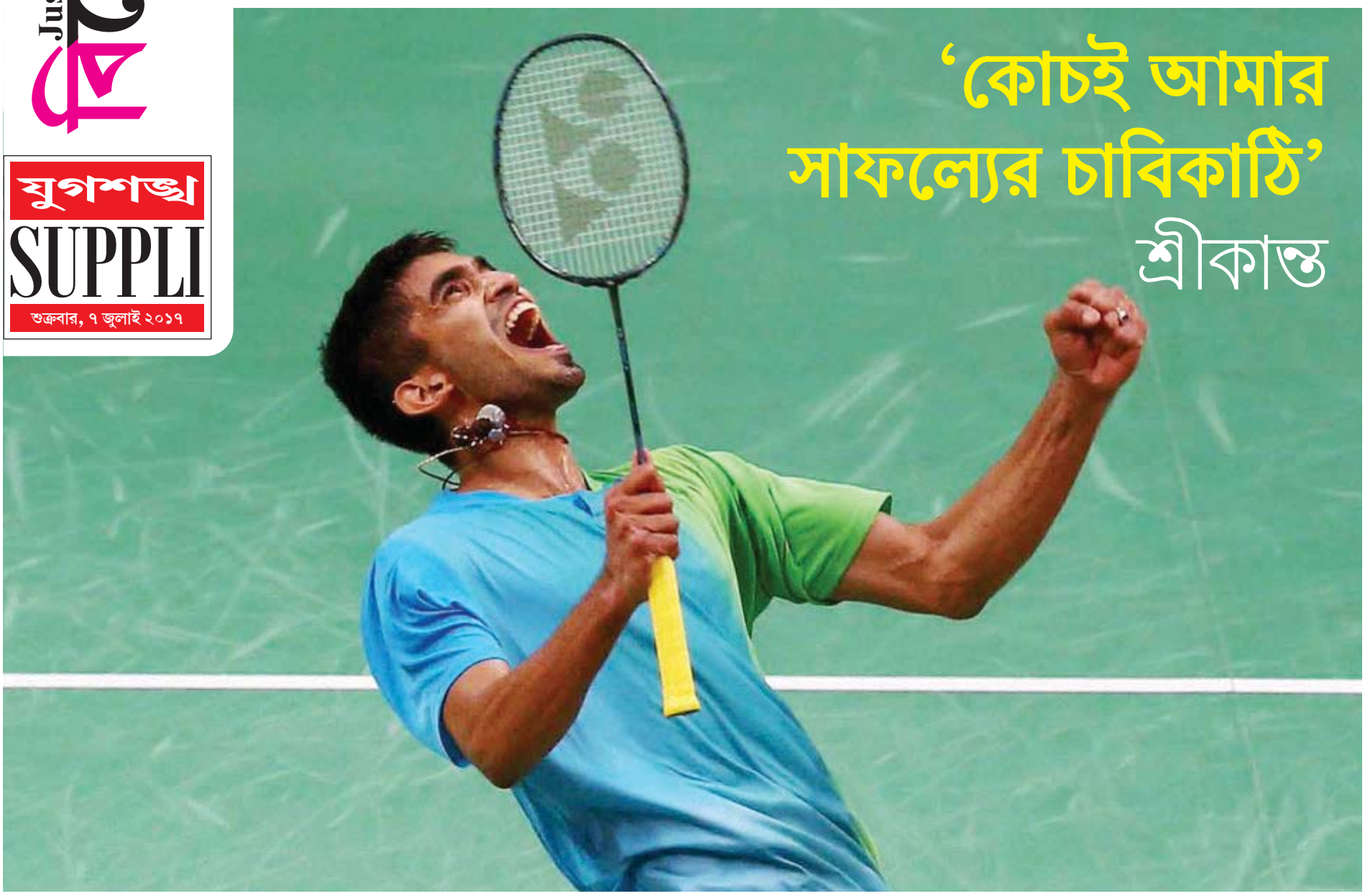

সুপার শ্রীকান্ত। সদ্যই চেন লংকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এর আগে জিতেছেন তিনটি সুপার সিরিজের খেতাব। বর্তমানে তাঁর ঝুলিতে সুপার সিরিজের খেতার দাঁড়ালো চারটে। ২০১৪ সালে চিনা ওপেন, ২০১৫ ইন্ডিয়ান ওপেন এবং ২০১৭ সালে ২০১৭ ইন্দোনেশিয়ান ওপেন এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। তাছাড়া তাঁর দখলে রয়েছে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংস্থার সুপার সিরিজ প্রিমিয়ার, সুপার সিরিজ এবং গ্র্যাঁপ্রি। তিনটি টুর্নামেন্টই তিনি জিতেছেন। এই খেতাব আর কোনও ভারতীয় পুরুষ খেলোয়াড়ের দখলে নেই। অন্য টুর্নামেন্টেও শ্রীকান্তের নজির আছে। ২০১১ কমনওয়েলথ যুব গেমসে একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। ২০১৬ সাউথ এশিয়ান গেমসে ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভাগেও সোনা জিতেছেন। ২০১৬ এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন ব্রোঞ্জ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পর শ্রীকান্ত জানান, ফাইনালের দিন সব কিছুই যেন তাঁর দিকেই ছিল। চেনের মতো একজন প্রতিযোগীকে হারিয়ে খেতাব জেতাটা তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। তবে তিনি চাপমুক্ত ভাবেই কোর্টে নেমেছিলেন বলে জানিয়েছেন। কয়েকটা জিনিস মাথায় রেখে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন। সেগুলি হল, শাটল করতে হবে, স্কোর করার সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করা চলেবে না। এছাড়া খুব বেশি আনফোর্সড এররও যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেভাবে চিন্তাভাবনা করে খেলতে নেমেছিলেন, সেটা সফল হয়েছে।

শ্রীকান্তের পর পর এই সাফল্যের আসল রহস্যটা কী? তাঁর কাছে একটাই মন্ত্র। সেটি হল ‘কোচেদের কথা মতো চলা, কঠোর অনুশীলন এবং কোর্টে চাপ না নিয়ে পারফর্ম করে যাওয়া।’ সহজ এই টিপস মেনে তিনি এখন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে ভারতের অন্যতম চমক।

ইন্দোনেশিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরদিনই উড়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় ফাইনালের পরেই দেখা হয়েছিল ভারতের নতুন কোচ মুলয়ো হান্দোয়োকে জড়িয়ে ধরেছেন শ্রীকান্ত। চলতি বছরের গোড়ার দিকেই জাতীয় দলের প্রধান কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদের চাপ কমাতে এনাকে আনা হয়েছিল। তাঁর কোচিংয়েই কি আলাদা কোনও লাভ হচ্ছে?

এই প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত বলেন, ‘তিনি আসার পরে আমাদের প্র্যাকটিসের ধরনে বদল এসেছে। আগে তিনটে সেশনে প্র্যাকটিস করতাম আমরা। এখন তার বদলে দুটো লম্বা সেশনে প্র্যাকটিস করি। একটা সকালে আর একটা বিকেলে। তাতে প্রচুর লাভ হচ্ছে। এনার্জি, ফিটনেস লেভেল ম্যাচে আরও উন্নতি হয়েছে।’

ইন্দোনেশিয়ায় মুলয়ো হান্দোয়ো খুব সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। আর কেনই-বা হবেন না? তিনি যে তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় তৌফিক হিদায়াতের প্রাক্তন কোচ। তাঁর কোচিংয়েই তৌফিক ২০০৪ সালে এথেন্স অলিম্পিক্সে সোনা এবং পরের বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হন। নতুন কোচ হিসাবে গোপীচাঁদই তাঁর নাম সুপারিশ করেছিলেন। গত ডিসেম্বরে তাঁর নাম পাশ করে সাই।

তিনি এসে দুটো জিনিসে বেশি গুরুত্ব দেন। এক কোর্টে দীর্ঘসময় দম ধরে রাখা আর মানসিক শক্তি। শ্রীকান্ত বলছিলেন,‘আমি দিনে ছ’ঘণ্টা প্র্যাকটিস করি। তাছাড়া কোচ আলাদাভাবেও প্রত্যেককে ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেন। সেটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।’

সাইনা নেহওয়াল, পিভি সিন্ধুর পরে গত কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় পুরুষরাও একের পর এক সাফল্যে চমকে দিচ্ছেন। শুধু ট্রফি জেতাই নয়, ধারাবাহিকতাতেও। শ্রীকান্তকে ফাইনালে হারিয়েই বি সাই প্রণীতের এপ্রিলে সুপার সিরিজ চ্যাম্পিয়ন হওয়া, এইচএস প্রণয়ের ইন্দোনেশিয়ায় পরপর দুই প্রাক্তন বিশ্বসেরাকে হারানো, শ্রীকান্তের প্রথম ভারতীয় হিসাবে সুপার সিরিজ প্রিমিয়ার, সুপার সিরিজ এবং গ্র্যাঁপ্রি গোল্ড জেতার কৃতিত্ব। শেষ কবে এরকম এক ঝাঁক ভারতীয় আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে দাপট দেখিয়েছেন মনে করা যাচ্ছে না। এর কারণ কি? ‘আমার মনে হয় আমাদের নতুন কোচের ট্রেনিং পদ্ধতি অনেকটা বদল এনেছে খেলায়। মানসিক ভাবে আমরা এখন আরও শক্তপোক্ত’ বলেন শ্রীকান্ত।

বর্তমানে সাফল্যের কারণে তিনি খবরের শিরোনামে। কিন্তু একসময় চোটের জন্য এই সাফল্যের রাস্তাটাই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শ্রীকান্তের। রিও অলিম্পিকের পরে তিনি চোটের জন্য বাকি মরসুম ছিটকে গিয়েছিলেন কোর্ট থেকে। সেই সময়টা এখনও ভুলতে পারেননি। কীভাবে তখন নিজেকে মানসিক ভাবে চাঙ্গা রাখতেন? তিনি বলেন, ‘তিন মাস চোটের জন্য কোর্টের বাইরে ছিলাম। খুব কঠিন সময় গিয়েছে। খেলোয়াড়ের জীবনে চোট-আঘাত লেগেই থাকে। তবে সেই সময়টা কাটিয়ে আসাটা সহজ নয়। নিজেকে সেই সময় বলতাম আমায় কোর্টে ফিরতেই হবে। সেই জেদটাই চাঙ্গা রাখত।’

আগস্টে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আগে এটাই শেষ টুর্নামেন্ট খেললেন। এখন বিশ্বচ্যাম্পিনশিপকেই পাখির চোখ করতে চাইছেন শ্রীকান্ত। বললেন, ‘আমি কোনও লক্ষ্য ঠিক করে খেলি না। যে টুর্নামেন্টে নামি সেখানে সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। এখানেও সেটা মাথায় রেখেই নামব।’

কিছুদিন আগেই হান্দোয়ো শ্রীকান্তের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র তৌফিক হিদায়াতের। বলছিলেন, দু’জনের খেলার স্টাইল অনেকটা একই রকম। শ্রীকান্তের বড় মঞ্চে সাফল্যের সুযোগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত বলেন, ‘কোচের প্রশংসায় খুব খুশি। অনেকেই আমায় অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার পরে। আশা করি এভাবেই সমর্থক ও কোচের প্রশংসা পাওয়ার জায়গাটা ধরে রাখতে পারব।’